দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV. 21 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মক্কায় বাংলাদেশ স্কুল নিয়ে কি হচ্ছে এসব?

মক্কায় প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের ছেলেমেয়েদের একমাত্র
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "আল-ঈমান বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল"টি
কি আবারও দখল হয়ে গেল? পাকিস্তান আমলের সাবেক
শিক্ষামন্ত্রী ও অনেক দিন ধরে মক্কায় স্বেচ্ছানির্বাসিত মরহুম
দেওয়ান আবদুল বাছেতের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি বাংলা
কোচিং সেন্টার হিসাবে স্কুলটি শুরু হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই
স্কুলটির দখলদারিত্ব নিয়ে বিভিন্ন সময় অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে।
তবুও ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও আর্থিক
অনুদানে স্কুল হিসাবে শিক্ষাদান অব্যাহত ছিল। যদিও এর কোন
বৈধ কাগজপত্র ছিল না। গত চার বছর আগে জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ
কনস্যুলেটের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে সৌদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক
চুক্তির মাধ্যমে স্কুলটি বৈধতা পায় এবং নাম রাখা হয় "আল-
ঈমান বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল"। শর্ত থাকে এটি হবে
একজন সৌদি নাগরিকের মালিকানাধীন।
দু'টি আলাদা ভবনে বালক ও বালিকা বিভাগ করে বালকদের
জন্য পুরুষ ও বালিকাদের জন্য মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করে ঢাকা
শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস অনুসরণ করে স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম
ঠিকমতোই চলছিল। মাঝখানে অতি উৎসাহী কিছু তৎকালীন
সরকারী দলের (আওয়ামী লীগ) নেতাকর্মী চেষ্টা করে প্রথমদিকে
সফল হলেও অভিভাবকদের প্রতিরোধের মুখে তারা স্কুল হতে
দখলদারিত্বের হাত গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। কিন্তু আর একটি
মহল তৎপর হয় স্কুলটিতে প্রভাব বিস্তার করার জন্য। চিহ্নিত
এই মহলটি আগেও এক সময় স্কুলটিকে নিয়ন্ত্রণ করত। সৌদি
আরবের নিয়ম অনুযায়ী বিদেশী কোন স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম কি
হবে তা স্কুল পরিচালনার অনুমতি অর্থাৎ লাইসেন্সে উল্লেখ
... শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হবে না উর্দু হবে সেই
ভাগবাটোয়ারা ইত্যাদি বিষয়ে আওয়ামীপন্থীদের সাথে দ্বন্দ্বের
কারণে জামায়াতপন্থী হিসাবে পরিচিত মহলটি সে সময় স্কুল
থেকে বিতাড়িত হয়। বিতাড়িত হয়ে তারাও "আল-আনজাল
ইন্টারন্যাশনাল স্কুল" নাম দিয়ে অন্য দেশের লাইসেন্স সংবলিত
স্কুলের একটি ভবনে আরেকটি স্কুল চালু করে। শিক্ষার মাধ্যম
হয় উর্দু। সঙ্গতকারণে তারা তাতে সুবিধা করতে পারছিল না।
স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কম হওয়ার দরুন আর্থিকভাবেও তারা
লোকসান দিচ্ছিল।
গত বুধবার স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার শেষ দিনে "বাংলাদেশে
জোট সরকার ক্ষমতায় অতএব জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেটের
সমর্থন পাওয়া যাবে" সেই আশায় মক্কা জামায়াতে ইসলামীর
নেতা মৌলানা আবদুল জব্বাবের নেতৃত্বে ৩০/৪০ জনের একটি
দল সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকদের বের করে দিয়ে স্কুলে তাদের দখল
প্রতিষ্ঠা করে। এখনও পর্যন্ত স্কুল তাদের দখলে আছে। জেদ্দাস্থ
বাংলাদেশ কনস্যুলেটের মহা কনসাল জেনারেলের সমর্থন তারা
পেয়েছে কিনা এখনও জানা যায়নি। এদিকে মক্কা বিএনপির
সভাপতি ডা. ফজল-ই-আকবর চৌধুরী ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ
সম্পাদক গিয়াস উদ্দীন মাসুদ এ ঘটনার সাথে তাদের কোন
সম্পর্ক নেই দাবি করেন এবং বলেন, এটা আমাদের জাতীয়
সম্পদ। এখানে কারও কোন দখলদারিত্ব নয় সকলে মিলে
স্কুলটিকে কিভাবে সবার কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলা
যায় তা নিরূপণ করা দরকার। অতীতে আওয়ামী লীগ দখল
করেছে আর এখন দখল করেছে অন্য কেউ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
দখলদারিত্ব কখনও শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করে ন। মক্কা
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক স্কুলে তাঁদের
দখলের কথা অস্বীকার করে বলেন, আমরা দখল করিনি
দখলমুক্ত করে স্কুলে সহাবস্থান ফিরিয়ে এনেছিলাম। বিএনপির
সহযোগিতায় এখন জামায়াত তা দখল করেছে। তিনি এ অবস্থা
নিরসনের জন্য জেদ্দার বাংলাদেশ কনস্যুলেটের প্রতি আহ্বান
জানান। মক্কার অভিভাবক মহল তাঁদের ছেলেমেয়েদের
পড়ালেখা নিয়ে বর্তমানে চিন্তিত ও তাঁরাও আশু সমাধান কামনা
করেন।

বেলাল হোসেন বাদশা
পবিত্র মক্কা, সৌদি আরব